দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 01 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের রাজনীতি এখন সঙ্কটাপন্ন। এই সঙ্কটজনক অবস্থার জন্যে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে।

ক্ষমতাসীন দল এবং সম্মিলিত বিরোধী দল এই অচলাবস্থার জন্যে কমবেশি দায়ী বলে বিশেষজ্ঞমহল অভিমত প্রকাশ করছেন। এ বিষয়ে ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ সংগঠন, বিশেষ করে ছাত্র সংগঠনগুলোও দেশের বর্তমান রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতির জন্যে কিয়দাংশে হলেও দায়ী।

ছাত্র সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল, অস্ত্রবাজি এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আজ এত ব্যাপক হয়েছে যে, অঙ্গ সংগঠনগুলোর ওপর মূল সংগঠনের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। ফলে রাজনৈতিক অবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ছে।

উল্লেখ করা দরকার যে, অতীতের, সেই পাকিস্তানী আমল থেকেই এদেশে ছাত্র সংগঠনগুলো রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর চেয়ে সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশি রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ করে ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের সচেতন ছাত্র-সমাজ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে সে ইতিহাস এদেশের জনগণের কাছে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আজ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে সন্ত্রাস চলছে, তার জের দেশের সর্বত্র প্রতিফলিত হচ্ছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নেমে এসেছে এক সীমাহীন নৈরাজ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ নেই, নেই ছাত্র-শিক্ষক সৌহার্দ্য। ছাত্রসমাজের ঐতিহ্যের ভাবমূর্তি আজ প্রায় ভূলুণ্ঠিত। এজন্যে দেশের ছাত্র সংগঠনগুলোকে দায়ী করা হলে সেই সঙ্গে ছাত্র সংগঠনের মূল রাজনৈতিক দলগুলোকেও পরোক্ষভাবে দায়ী করতে হয়। আর ছাত্র সংগঠনগুলো তথা তাদের মূল সংগঠনগুলোর এহেন দায়িত্বহীনতার কারণে জনগণ সমগ্র ছাত্র সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছেন এবং সেই সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন। এর ফলে দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক জটিলতার জট খুলছে না। পক্ষান্তরে জনগণও যে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সম্প্রতি দেশব্যাপী ছাত্র সংগঠনগুলোর অসামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে সংবাদপত্রসমূহে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংঘর্ষে নিহত হয়েছে একজন এবং পঞ্চাশ জন আহত হয়েছে। ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের একটি অঙ্গ সংগঠন। এদেশের রাজনীতির অঙ্গনে আওয়ামী লীগের ভূমিকা যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি ছাত্রলীগের ভূমিকাও অস্বীকার করার জো নেই।

আওয়ামী লীগের এই ছাত্র সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দল যে আছে একই দলের দু'গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধই প্রমাণ দিচ্ছে। আর দেশের অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের হাতে যেমন অবৈধ অস্ত্র রয়েছে, তেমনি ছাত্রলীগের এক শ্রেণীর নেতা-কর্মীর হাতেও যে অবৈধ অস্ত্র রয়েছে তাও চট্টগ্রামের বন্দুক যুদ্ধে স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। বিশেষ করে নিহত ও আহতরা গুলিবিদ্ধ হয়েছে এবং চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানা পুলিশ ৬ জনকে অস্ত্রসহ গ্রেফতারও করেছে।

বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের যে এক শ্রেণীর ক্যাডার আছে এবং তাদের হাতে যে অস্ত্র আছে তা দেশে সংঘটিত বিভিন্ন সময়ের সংঘর্ষে, সশস্ত্র হামলা এবং বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, রাজনৈতিক দলের অঙ্গ ছাত্র সংগঠনগুলোর হাতে যে অস্ত্র আছে এবং বিভিন্ন সময়ে এ সকল অঙ্গ সংগঠন যে অরাজকতা সৃষ্টি করছে তা কোন রাজনৈতিক দল স্বীকার করে না। ছাত্র সংগঠনগুলোকে এ কাজ থেকে বিরত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে কোন দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থাও যে তারা নিয়েছে এমন প্রমাণের অভাব আছে। উল্লেখ করা দরকার যে, ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ ছাত্র সংগঠনে অভ্যন্তরীণ কোন্দল আছে এবং তার জের হিসাবে ইতোপূর্বে বহু দুঃখজনক ঘটনাও ঘটে গেছে। ছাত্রলীগের মধ্যেও অনুরূপ কোন্দল আছে। ছাত্র সংগঠনে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কেন উদ্ভব হয়, তার কারণ হয়ত মূল রাজনৈতিক দলের প্রধানদেরই ভালভাবে জানার কথা। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে, যে কোন মূল রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব তার অঙ্গ সংগঠনগুলোকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।

কিন্তু আমাদের দেশে ছাত্র সংগঠনগুলোই মূল রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বলে পর্যবেক্ষকমহল মনে করেন। ছাত্র সংগঠনের শক্তিমত্তার ওপর মূল রাজনৈতিক দলগুলো নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে বলেই ছাত্র সংগঠনগুলো সুস্থ রাজনৈতিক আচরণ করার চেয়ে অস্ত্রের জোরে নিজেদের শক্তি জাহির করার প্রবণতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে।

এই অবস্থা সুস্থ রাজনীতির পরিপন্থী এবং গণতন্ত্র চর্চারও পরিপন্থী। আমরা দেশের বুকে ছাত্র সংগঠন তথা ছাত্র রাজনীতি বন্ধ ঘোষণার বিপক্ষে।

ছাত্র সংগঠনগুলো মূল দলের নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ হবে এবং ছাত্রকল্যাণ মূলক কাজে ব্রতী হবে আমরা এটা আশা করতে চাই। আরও উল্লেখ করা দরকার যে, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের যেমন দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনের নজির রাখা দরকার, তেমনি অন্যতম বিরোধীদল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনকেও ছাত্র সমাজের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখার জন্যে সকল প্রকার কোন্দল, সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। না হলে সকল ছাত্র সংগঠন ও সেই সাথে সকল মূল রাজনৈতিক দল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং সমর্থন হারাবে। পরিণতিতে দেশ ও জাতির জন্যে বয়ে আনবে এক অনিশ্চিত পরিস্থিতি, যা কারও কাম্য নয়।